দৈনিক ইনকিলাব

10 DEC 1986
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 3

123

শিক্ষাঙ্গনে

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সমস্যা

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সমাজে দক্ষ, কর্মঠ, দায়িত্ববান, সৎ ও অধিকার-সচেতন নাগরিক তৈরী করা এবং ব্যক্তি-মানুষের আত্মিক ও বৈষয়িক উন্নতি সাধন করা। আর সে জন্য চাই উচ্চশিক্ষা। উচ্চশিক্ষা যাবতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। উচ্চশিক্ষা ব্যতীত উন্নয়নের কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার অর্থ সময় ও উদ্যোগের পণ্ডশ্রম। আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য বর্তমানে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ মোট ৭টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তি বর্তমানে একটি অন্যতম একটি সমস্যা।

প্রতি বছর কলেজ থেকে পাস করা হাজার হাজার ছাত্র ভর্তির উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এসে ভিড় জমায়। হৃদয়ে অনেক আশা-আকাংক্ষা ও উদ্দীপনা নিয়ে সোনালী স্বপ্নের হাতছানিতে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য দরখাস্ত করে। কিন্তু ভর্তি হতে না পেরে তার সমস্ত আশা-আকাংক্ষা, স্বপ্ন ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। অকালেই খসে পড়ে আগামীদিনের সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ থেকে অনেকগুলো জীবন। উচ্চশিক্ষা লাভের সিঁড়িতে হোঁচট খেয়ে প্রথম জীবনেই যে প্রতিবন্ধকতা নেমে আসে তার পররবর্তীতে তারা বেকার জীবন যাপন ও অনিশ্চিৎ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে করে উচ্ছৃংখলতার পথে অনায়াসেই পা বাড়ায়। পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা গেছে, এবার উচ্চ মাধ্যমিক চারটি বোর্ডের মোট কৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৯২ হাজার ৬শ' ৭০। সেখানে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজে ভর্তির সুযোগ রয়েছে মাত্র ২০ হাজারের মত।

অবশিষ্ট ৭০ হাজারসহ গত বছর ভর্তির সুযোগ পায়নি এমন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে মোট সংখ্যা প্রায় দেড় লাখ। গত বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে দরখাস্ত করার পর শতকরা ৮৬ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সুযোগ পায়নি। এবার এ সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যাবে। নতুন শিক্ষা বছরের জন্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ছাত্র ভর্তি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে, সেশন জটের ক্ষেত্রে অধিকতর জটিল অবস্থার সম্মুখীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে এখনো কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

প্রশাসনিক জটিলতার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু ভর্তির ব্যাপারে নয়, শিক্ষা কার্যক্রমসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ও সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেশন জটের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ বছরের কোর্স স্বাভাবিকভাবেই ৮ বছর সময় লেগে যাচ্ছে। বিভিন্ন সময় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ, ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মচারী ধর্মঘট এবং পরীক্ষা পিছানোর জন্য, মিছিলের কারণে নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা ও ভর্তি সম্পন্ন হচ্ছে না। লজ্জার ব্যাপার হলেও সত্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০ শিক্ষক দীর্ঘদিনের ছুটিতে রয়েছেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে ঠিকমত ক্লাসও হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সেশন জট ও ভর্তি সমস্যার সমাধানে সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ ও সরকারের আশু পদক্ষেপ কামনা করছি।

—মুঃ মাহ্মুদুল হাসান (মহাব্বাত),
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।